FQH = 1

ফিক্বহের পরিচয়-আলোচ্য বিষয়, গুরুত্ব, উৎস

ফিকহের পরিচয়:

الفقه: العلم بالشئ و الفهم له

ফিকহ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো, কোনো কিছু সম্বন্ধে জানা, জ্ঞাত হওয়া বা অবহিত হওয়া ও বুঝা।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا

“তাদের অন্তর রয়েছে। কিন্তু তারা তা অনুধাবন করতে পারে না।” সূরা আরাফ: ১৭৯

ফিকহের পারিভাষিক পরিচয়

ইমাম শাফিঈ র. ফিকহের সংজ্ঞায় বলেন,

اَلْفِقْهُ الْعِلْمُ بِالْاَحْكَامِ الشَّرْعِيَةِ الْعَمْلِيَّةِ الْمُكْتَسَبِ مِنْ أدلتها التَّفْصِلِيَّةِ

“শরীয়তের বিস্তারিত প্রমাণাদি (কুরআন সুন্নাহ) থেকে; গবেষণা ও ইজতিহাদ (গভীর চেষ্টা করা) আমলী শরীয়তের (কর্মবিষয়ক বিধানাবলি) বিধিবিধান সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়াকে ফিকহ বলা হয়।” আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু: ১৩১

ইমাম আবু হানিফা র. বলেন,

مَعْرِفَةُ النَّفْسِ مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا

“নফস ও আত্মার জন্য যেসব বিষয় কল্যাণকর এবং যেসব বিষয় কল্যাণকর নয় তা সহ নফস সম্বন্ধে যথাযথ অবহিত হওয়াকে ফিকহ বলা হয়।” ফাতওয়ায়ে শামী: ১৬

মূলত ইসলামের বিধিবিধানগুলোর সমষ্টিকে ফিকহ (فقه) বলা হয়। সকল মানুষের মধ্যে এরূপ জ্ঞানের শক্তি ও প্রজ্ঞা নেই যাতে সকলেই কুরআন ও হাদিস থেকে সরাসরি শরীয়তের আহকাম, নিয়ম-কানুন জানতে ও বুঝতে পারে এবং আইনের শাখা প্রশাখাসমূহ উদ্ভাবন করতে পারে। তাই এটি মুসলিম উম্মাহর প্রতি ইসলামের ফকিহগণের একটি বিরাট অবদান যে, তাঁরা গোটা জাতিকে সে দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দিয়েছেন।

ইবাদত-বান্দেগি, পারস্পরিক লেনদেন, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি সম্পর্কে যে শিক্ষা ও নির্দেশ কুরআন ও হাদিসে ভিন্ন ভিন্নভাবে ছিলো, তাঁরা সেগুলোকে একস্থানে সাজিয়ে একত্র করেছেন। এটিই ফিকহে ইসলামী বা ইলমে ফিকহ। এক কথায় এটি হল ইসলামের আইনশাস্ত্র। ইসলাম যে উন্নত জীবনের বাণী নিয়ে এ পৃথিবীতে এসেছে; বাস্তব জীবনে তার প্রয়োগ বিধিই ফিকহ শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে।

ফিকহের আলোচ্য বিষয়

هو أفعال المكلفين من حيث مطالبتهم بها

“শরীয়তের বিধিবিধানে প্রযোজ্য বান্দার কার্যাবলিই ফিকহ শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়।”

ইলমুল ফিকহের মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে শরীয়তের আহকামসমূহ। শরীয়তের অনুসারী মুকাল্লাফ (مكلف) তথা বালিগ ও জ্ঞানবান মানুষের কর্ম ও আমল নিয়ে আলোচনা। অর্থাৎ বালিগ জ্ঞানবান মানুষের কর্মের স্তর ও ক্ষেত্র নিয়েই ফিকহ শাস্ত্রের মধ্যে আলোচনা করা হয় এবং তা ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব, মুবাহ, জায়েজ, হালাল, হারাম, মাকরূহে তাহরিমী ও মাকরূহে তানযিহী ইত্যাদি থেকে কোনটির অন্তর্ভূক্ত তা নির্দেশ করা হয়। ইলমে ফিকহের আইনবিধান ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র ও সরকার পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। মানব জীবনের একটি দিকই এমন যাতে আল্লাহর হক তাঁর সৃষ্টির উপর, ব্যক্তিদের হক অন্যান্য ব্যক্তিদের উপর, ব্যক্তির অধিকার সমাজ সমষ্টির উপর এবং সমাজের অধিকার ব্যক্তিদের উপর প্রতিফলিত হয়।

ফিকহের গুরুত্ব:

ক. আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন,

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً ؕ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَ لِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْٓا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ

অর্থ: ‘‘(তাদের)মুসলিমদের (একটি গোত্র থেকে একদল লোক কেন)রাসূলের সঙ্গে (বের হয় না? যাতে তারা দ্বীনের সঠিক বুঝ লাভ করতে পারে এবং ফিরে এসে নিজ গোত্রের লোকদেরকে সতর্ক করতে পারে। এতে তারাও হয়তো বেঁচে থাকতে পারবে।’’ সূরা তাওবা: ১২২

- এ আয়াতে কিছু লোককে দ্বীনের ফকিহ হতে বলা হয়েছে। নিজ গোত্রের লোকদেরকে সতর্ক করতে ও দ্বীনের সঠিক জ্ঞানের আলোকে পরিচালিত করতেও বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে গোত্রের লোকদেরকেও তাদের নির্দেশনা অনুসারে চলতে বলা হয়েছে। সুতরাং, কিছু মানুষ দ্বীনের পূর্ণাঙ্গ সমোঝ অর্জন করবে আর কিছু মানুষ তাদের শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণ করে জীবন চালাবে, এটিই কুরআনের স্পষ্ট নির্দেশনা।

খ. অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يُؤتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاء وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الأَلْبَاب

‘‘তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে বিশেষ জ্ঞান দান করেন এবং যাকে বিশেষ জ্ঞান দান করা হয়, সে প্রকৃত কল্যাণকর বস্তু প্রাপ্ত হয়। উপদেশ তারাই গ্রহণ করে, যারা জ্ঞানবান।’’ সূরা বাকারা: ২৬৯

হাদিস

ক. হযরত মুআবিয়া রাযি থেকে বর্ণিত রাযি নবীজি সা. বলেন,

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ.

“আল্লাহ যার কল্যাণ কামনা করেন, তাকে দ্বীনের ফিকহ দান করেন।” মুসলিম: ২৫২

খ.হযরত আবূ হুরাইরা রাযি থেকে বর্ণিত রাসূল সা. বলেন,

تجدون الناس معادن فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا

“সোনারুপার ন্যায় মানুষও খনিতুল্য। তাদের মধ্যে জাহিলিয়্যাত যুগে যারা উত্তম ছিলো, ইসলামী যুগেও তারা উত্তম বিবেচিত হবে; যদি তারা ফিকহ হাসিল করে।”

ইমাম বায়হাকি র. বলেন,

وَلِكُلِّ شَيْءٍ عِمَادٌ وَعِمَادُ هَذَا الدِّينِ الْفِقْهُ

“প্রতিটি বিষয়ের একটি ভিত্তি থাকে আর এ দ্বীনের (ইসলামের) ভিত্তি হলো ইলমুল ফিকহ।” শুয়াবুল ঈমান বায়হাকি

আল্লামা ইবনে আবদেনি শামি রাহি. বলেন,

فالأمة الإسلامية لا حياة لها بدون الفقه.

“ফিকহ হচ্ছে মুসলিম উম্মাহের জীবন। ফিকহ ব্যতীত এ উম্মাতের জীবন বেঁচে থাকতে পারে না। কেননা, হালাল-হারাম বর্ণনার সুউচ্চ আলামত তথা মিনার হচ্ছে এ ফিকহ।” ফাতওয়ায়ে শামী: ১২২

ফিকহশাস্ত্র মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মানুষের জীবন গতিশীল। এ গতিশীল জীবনে ইসলামী শরীয়তের ব্যাপারে অনেক জটিলতা দেখা দেয় আর এ জটিলতা ও সমস্যা সমাধানের জন্য ফিকহ শাস্ত্রের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। ফিকহ এর ন্যায় অন্য কোনো ইলম মুসলমানদের নিকট অধিক গুরুত্ব লাভ করেনি। ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে শুরু করে প্রত্যেক যুগেই ফিকহকে অত্যাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

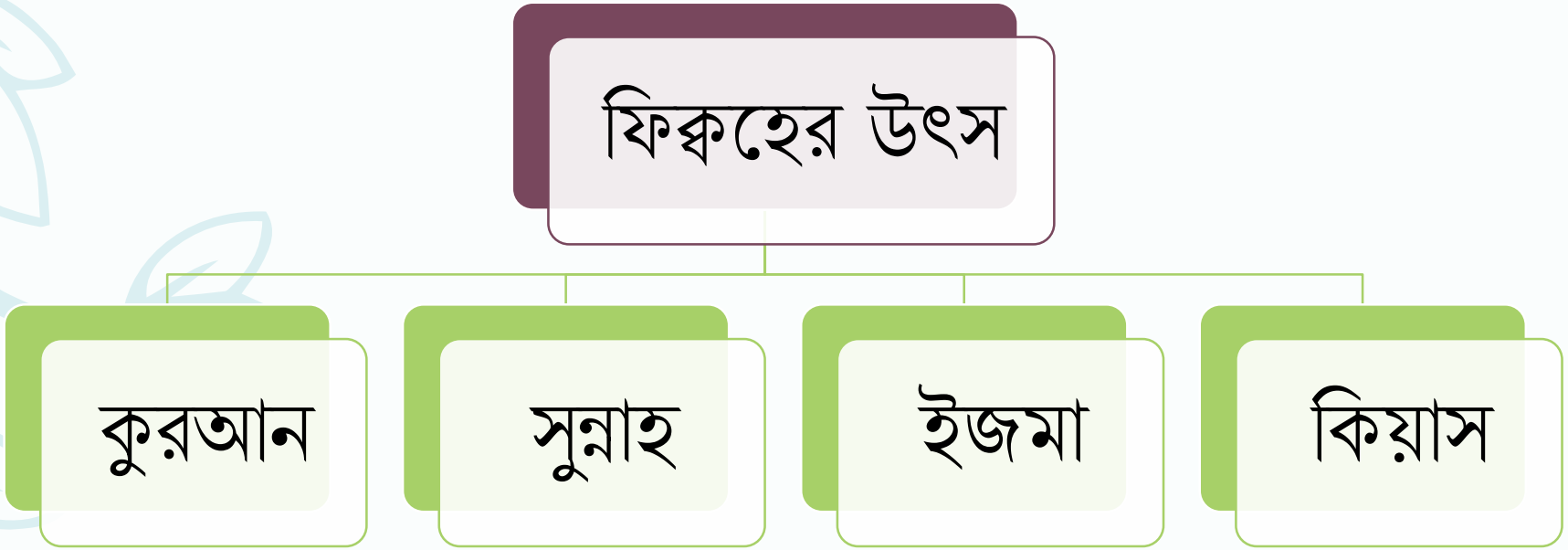
ফিক্বহের উৎস
কুরআন
সুন্নাহ
ইজমা
কিয়াস